"মিষ্টি বাচ্চারা - বিচার সাগর মন্থন করার অভ্যেস তৈরি করো, সকাল-সকাল একান্তে বিচার সাগর মন্থন করো তবেই অনেক নতুন নতুন পয়েন্ট বুদ্ধিতে আসবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের নিজেদের অবস্থা ফার্স্ট ক্লাস তৈরি করতে হবে সেইজন্য কোন্ কোন্ কথার প্রতি সদা যেন ধ্যান থাকে?

*উত্তরঃ - ১) অদ্বিতীয় বাবা যা শোনান সেটাই শুনো, এছাড়া এই দুনিয়ার কিছুই শুনো না। ২) সঙ্গ করো সতর্ক হয়ে। যারা ভালোভাবে পড়ে, ধারণা করে তাদের সঙ্গই করো। তাহলে অবস্থা ফার্স্ট ক্লাস হয়ে যাবে। অনেক বাচ্চাদের অবস্থা দেখে বাবার মনে হয় যে ড্রামায় কিছু পরিবর্তন হয়ে যাক কিন্তু তারপর বলেন এও তো রাজধানীই স্থাপিত হচ্ছে।

ওম্ শান্তি । অদ্বিতীয় অসীম জগতের বাবা অসীম জগতের বাচ্চাদেরকে বসে বুঝিয়ে থাকেন বা পড়িয়ে থাকেন। এছাড়া মানুষ যা কিছু পড়ে, শোনে তা তোমাদের শোনার, পড়ার কিছুই নেই কারণ এ'টা তো বুঝে গেছো - এ হলো একটিই ঈশ্বরীয় পড়া যা এখন তোমাদের পড়তে হবে। তোমাদের কেবল অদ্বিতীয় ঈশ্বরের থেকেই পড়তে হবে। বাবা যা পড়ান, শেখান - তা মৌখিকভাবে পড়তে হবে। ওরা তো অনেক ধরনের বইপত্র লেখে, যা সমগ্র দুনিয়াই পড়ে। কত অগণিত বইপত্র পড়তে থাকে। বাচ্চারা, কেবল তোমরাই বলো যে একজনের থেকেই শোনো আর সে'টাই অন্যান্যদেরকে শোনাও কারণ ওঁনার থেকে যা কিছু শুনবে তাতেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এছাড়া অগণিত বইপত্র রয়েছে। নতুন নতুন বের হতেই থাকে। তোমরা জানো সত্য তো একমাত্র বাবাই শুনিয়ে থাকেন। ব্যস, ওঁনার থেকেই শুনতে হবে। বাবা তো বাচ্চাদেরকে অতি অল্পমাত্রায় বুঝিয়ে থাকেন, সে'টাই ডিটেলে বুঝিয়ে পুনরায় একটি কথাতেই এসে পড়ে। অবশ্যই 'মন্মনাভব' শব্দটি বাবা সঠিক বলেন কিন্তু বাবা এরকমভাবে বলেননি। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করো, আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো আর সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান যা শুনিয়ে থাকি তা ধারণ করো। তোমরা এও জানো, আমরা যে দেবতা হয়ে যাই, তারাই পুনরায় বৃদ্ধি পায়। বাচ্চাদের মূললোকও স্মরণে রয়েছে আবার নতুন দুনিয়াও স্মরণে রয়েছে।

প্রথমে হলো উচ্চ থেকেও উচ্চ বাবা তারপর এই নতুন দুনিয়া। যেখানে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ উচ্চ থেকেও উচ্চ রাজ্য শাসনকারী। চিত্র তো অবশ্যই চাই তাহলে সেই অবশিষ্ট নিদর্শন রয়ে গেছে। এটাই একমাত্র চিত্র। কিন্তু রাম রাজ্যকে হেভেন বলা যাবে না ওটা হলেই সেমি এখন উচ্চ থেকেও উচ্চ সর্বোচ্চ বাবা। এখানে বই পত্রাদির কোনো প্রয়োজন নেই এই সমস্ত বই পত্রাদি কিছুই চলে না যা অন্য জন্মে পড়তে পারে এই পড়াশোনা এই জন্মের জন্যই। এ হলো অমর কথাও। নর থেকে নারায়ন হওয়ার শিক্ষা ও বাবাই দিয়ে থাকেন। নতুন দুনিয়ার জন্য বাচ্চারা ৮৪ চক্রকেও জেনে গেছে এ হলো পড়াশোনা করার সময়। বুদ্ধিতে মন্থন চলা উচিত। তোমাদের অন্যান্যদেরকেও পড়াতে হবে। সকালে উঠে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। সকালেই বিচার সাগর মন্থন ভালো হয়। যারা বোঝাবেন তাদেরই মন্থন চলবে। টপিক পয়েন্ট ইত্যাদি বের হতে থাকে ভক্তির কথা জন্ম জন্মান্তর ধরে শুনেছ এই জ্ঞান জন্মান্তরে ধরে শুনবে না বাবা একথা একবারই শোনান। তারপর এই নলেজ তোমরাও ভুলে যাও ভক্তি মার্গের কত বইপত্র রয়েছে বিদেশ থেকেও আসে। এই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে সত্য যুগে তো কোন বই পত্রাদির দরকারই নেই এসব হল কলিযুগেও সমগ্র। এখানে যাকিছু তোমরা দেখো - হসপিটাল, জেল, জজ ইত্যাদি, ওখানে কিছুই থাকবে না। ওই দুনিয়াই হবে অন্যরকমের। দুনিয়া তো এ'টাই থাকবে কিন্তু নতুন আর পুরানোর মধ্যে পার্থক্য তো অবশ্যই থাকবে, তাই না ! একে বলা হয় স্বর্গ। সেই দুনিয়াই পুনরায় নরক হয়ে যায়। মুখে বলে - অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে। সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যেও বলবে ব্রহ্মতে বিলীন হয়ে গেছে, নির্বাণে গেছে। কিন্তু নির্বাণে কেউই যায় না। তোমরা জানো এই রুদ্রমালা কিভাবে তৈরি হয়েছে? রুণ্ডমালাও আছে। বিষ্ণুর রাজধানীর মালা নির্মিত হয়। বাচ্চারা, এখন মালার রহস্যকে তোমরাই জানো। অধ্যয়নের নম্বরের ক্রমানুসারেই মালায় গাঁথা হয়ে যায়। সর্বপ্রথমে এই নিশ্চয়তা চাই। এ হলো ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন। উনি হলেন সুপ্রিম বাবা এবং সুপ্রিম শিক্ষকও। তোমাদের বুদ্ধিতে এই নলেজ রয়েছে। সেটাই অন্যান্যদের দিতে হবে। নিজের সমান করে গড়ে তুলতে হবে। বিচার সাগর মন্হন করতে হবে। সংবাদপত্রও সকালেই বেরোয়। এ হলো কমন কথা। এই এক-একটি কথা হলো লক্ষ লক্ষ টাকার। কেউ ভালোভাবে বোঝে, কেউ কম বোঝে। বোঝা এবং বোঝানোর অনুসারেই পুনরায় নতুন দুনিয়ায় পদপ্রাপ্ত হয়।

বিচারসাগর মন্থন করার সময় অত্যন্ত একান্ত পরিবেশ চাই। রামতীর্থের উদ্দেশ্যে বলা হয় - যখন লিখতেন, তখন চেলাকে বলতেন দুই মাইল দূরে সরে যাও, নাহলে ভাইব্রেশন আসবে।

এখন তোমরা পারফেক্ট (নিখুঁত) হতে চলেছো। সমগ্র দুনিয়ার হলো ডিফেক্টেড (ত্রুটিপূর্ণ) বুদ্ধি। তোমরা এই পড়ার মাধ্যমে এমন লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যাও। এ হলো কত উঁচু অধ্যয়ন। কিন্তু নম্বরের অনুক্রমে বসাতে পারি না। পিছনে বসলে ফেল করবে, বাঁধার সৃষ্টি করবে, বায়ুমণ্ডল খারাপ করে দেবে। এমনিতে তো ল' বলে নম্বরের অনুক্রমে বসানো উচিত। কিন্তু এই সমস্ত কথা গুড় জানে (বাবা) আর জানে গুড়ের বস্তা (ব্রহ্মাবাবা) (অর্থাৎ এই নলেজ কত মিষ্টি)। এ হলো অতি উচ্চ নলেজ। তোমাদের আলাদা আলাদাভাবে ক্লাস তো হতে পারে না। বাস্তবে ক্লাসে তোমাদের এমনভাবে বসা উচিত যাতে শরীর শরীরের সঙ্গে না লেগে যায়। মাইকে তো দূর থেকেও আওয়াজ শুনতে পারো। বাবা বলেন - তোমরা এই দুনিয়ার আর কিছুই শুনোনা, পড়ো না। ওদের সঙ্গও কোরো না। যারা ভালোভাবে পড়ে তাদেরই সঙ্গ করা উচিত। যেখানে ভালো সার্ভিস হয়, যেমন মিউজিয়াম আদি রয়েছে, তখন সেখানে অতি তীক্ষ্ণ এবং যোগযুক্ত বাচ্চা চাই।

বাবাও বোঝান - ড্রামা নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। কখনো কখনো বাবা চিন্তা করেন - ড্রামার কিছু চেঞ্জ হয়ে যাক্। কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে না। এ হলো পূর্ব নির্ধারিত খেলা (ড্রামা)। বাচ্চাদের অবস্থা দেখে মনে হয় যে কিছু চেঞ্জ হয়ে যাক। এরকমভাবেই কি স্বর্গে যাবে ? পুনরায় খেয়ালে আসে - স্বর্গে তো সমগ্র রাজধানীই চাই। কেউ দাস-দাসী, চন্ডাল ইত্যাদিও হবে। ড্রামায় কিছু চেঞ্জ হতে পারে না। ভগবানুবাচ - এই ড্রামা তৈরি হয়েই রয়েছে, একে আমিও চেঞ্জ করতে পারি না। ভগবানের উপর তো কেউই নেই। মানুষ তো বলে দেয় -- ভগবান কি করতে পারে না ! কিন্তু ভগবান স্বয়ং বলেন - আমি কিছুই করতে পারি না। এ হলো পূর্ব নির্ধারিত খেলা। বিঘ্ন ঘটে, কিছুই করতে পারে না। ড্রামায় নির্ধারণ করা রয়েছে, আমি কি করতে পারি। অনেক কন্যারা আহ্বান করে - আমাদের নগ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করো। এখন বাবা কি করবেন। বাবা কেবল বলে দেবেন - এ হলো ড্রামার ভবিতব্য। এ হলো পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। এইরকম মনে করো না যে ভগবানের ভবিতব্য । ভগবানের হাতে থাকলে তখন মনে করো বিশেষ কেউ শরীর ত্যাগ করলে, তাকেও বাঁচিয়ে নেবে। এরকম অনেকেরই সংশয় আসে। ভগবান পড়ান। যদি ভগবানের বাচ্চা হয় তাহলে কি ভগবানও নিজের সন্তানকে বাঁচাতে পারে না ! অনেক অনুযোগ করে। তারা বলে এভাবে সাধুরাও তো কারোর প্রাণ বাঁচিয়ে দিতে পারে, প্রাণ পুনরায় ফিরে আসে। চিতা থেকেও উঠে যায়। তারপর বলবে ঈশ্বর ফিরিয়ে দিয়েছেন, কাল নিয়ে গেছে, ওর উপর প্রভু দয়া করেছেন। বাবা বোঝান - যা কিছু ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে সেটাই হয়। বাবাও কিছু করতে পারেন না। একে বলা হয় ড্রামার ভবিতব্য। ড্রামা শব্দটি তোমরা জানো। উনি বলেন যা কিছু হওয়ার ছিল হয়েছে, চিন্তার কি আছে ! তোমাদের নিশ্চিন্ত করে দেন। প্রতি সেকেন্ডে যাকিছু হয় তাকে ড্রামাই মনে করো। আত্মা শরীর ত্যাগ করে গিয়ে অন্য ভূমিকা পালন করে। অনাদি ভূমিকাকে তোমরা কিভাবে বদলাতে পারো ! অবশ্যই এখন অবস্থা অল্প কাঁচা রয়েছে, কম-বেশি বিচার এসে যায়। কিন্তু ভবিতব্যকে কিছু করতে পারেনা। লোকেরা অবশ্যই কি কিসব বলে থাকে কিন্তু আমাদের বুদ্ধিতে ড্রামার রহস্য রয়েছে। ভূমিকা পালন করতে হবে। চিন্তার কোনো কথা নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত অবস্থা কাঁচা রয়েছে অল্প বিস্তর ঢেউ আসে।

এই সময় তোমরা সকলেই পড়ছো। তোমরা সকলেই হলে দেহধারী, একমাত্র আমি হলাম বিদেহী। সমস্ত দেহধারীদের শিখিয়ে থাকি। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, কোনো কোনো সময় তোমাদের আবার এই ব্রহ্মাও বসে বুঝিয়ে থাকেন। এই বাবার ভূমিকা আর প্রজাপিতা ব্রহ্মার ভূমিকা হলো ওয়ান্ডারফুল। এই বাবা বিচার সাগর মন্থন করে তোমাদের শুনিয়ে থাকেন। নলেজ কত ওয়ান্ডারফুল। কত বুদ্ধি চালাতে হয়। বাবার বিচার সাগর মন্থন সকালে চলে। তোমাদেরকেও এরকম হতে হবে, যেমন টিচার। তবুও পার্থক্য তো অবশ্যই থাকে। টিচার স্টুডেন্টকে কখনো হানড্রেট পার্সেন্ট মার্কস্ দেবে না। কিছু কম দেবে। উনি হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ। আমরা হলাম দেহধারী। তাহলে বাবার মতন হান্ড্রেট পার্সেন্ট হবে কিভাবে? এ হলো অতি গুপ্ত কথা। কেউ তো শুনে ধারণ করে, খুশি হয়। কেউ কেউ বলে বাবার তো একটিই বাণী চলতে থাকে, রিপিটেশন হয়। এখন কোনো নতুন নতুন বাচ্চারা আসলে তখন আমায় প্রথম পয়েন্ট তুলে ধরতে হয়। কোনো নতুন পয়েন্টও বেরিয়ে আসে অন্যান্যদের বোঝানোর জন্য। বাবাকে তবুও বাচ্চাদেরকে সহায়তা করতে হয়। ম্যাগাজিন বেরোয়। কল্প পূর্বেও এরকম লিখেছিলে। যদি সংবাদপত্রে বেরোয় তখন তার উপর অত্যন্ত মনোযোগ দিতে হয়। এরকম কোনো কথা যেন না থাকে, যা পড়ে মানুষ অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। তোমরা তো ম্যাগাজিন পড়ো। কোনো কাঁচা পাকা কথা হলে বলবে যে এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ হইনি। অ্যাকুরেট ১৬ কলা সম্পূর্ণ হতে সময় তো লাগে। এখনও তো অনেক সার্ভিস করতে হবে। অনেক প্রজা তৈরি করতে হবে। এও বাবা বুঝিয়েছেন - অনেক প্রকারের মার্কস রয়েছে। কেউ নিমিত্ত

হয়, অনেককে জ্ঞান প্রাপ্ত করানোর জন্য ব্যবস্থা করে, তাদেরও ফল প্রাপ্ত হয়ে যায়। এখন তো পুরোনো দুনিয়াই সমাপ্ত হয়ে যাবে। এখানে থাকে অল্প কালের সুখ। রোগ ইত্যাদি তো সকলের হয়ে থাকে। বাবা হলেন সমস্ত কথার অনুভবী। দুনিয়ার কথাও বুঝিয়ে থাকেন। বাবা বলেছিলেন - সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনে ওয়ান্ডারফুল কথা লেখো যাতে বোঝে যে ব্রহ্মাকুমারীরা এই কথা একদম সঠিক লিখেছে। এই লড়াই ৫ হাজার বছর পূর্বে হুবহু এভাবেই লেগেছিল। কিভাবে? তা এসে বোঝো। তোমাদের নামও হবে, মানুষ শুনে খুশি হবে। এ হলো অনেক বড় কথা। কিন্তু যখন কারোর বুদ্ধিতে বসতে। যে লেখে তাকে আবার বোঝাতেও হয়। বোঝাতে না পারলে তখন আবার লেখেও না। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-*

১ ) অদ্বিতীয় বাবা যা শোনান বা পড়ান সে'টাই শোনো বা পড়ো। এছাড়া কিছুই পড়ার, শোনার দরকার নেই। সঙ্গের থেকে অত্যন্ত সামলে থেকো। সকাল-সকাল একান্তে বসে বিচার সাগর মন্থন করো।

২ ) ড্রামার ভবিতব্য নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা রয়েছে সেইজন্য সদা নিশ্চিন্ত (বেফিকির) হয়ে থাকো। কোনো কথায় সংশয়ে পড়ো না। লোকেরা অবশ্যই কিছু না কিছু বলবে কিন্তু তোমরা ড্রামার বিষয়ে অবিচল থেকো।

*বরদানঃ-* অথরিটি হয়ে সময় অনুসারে সর্বশক্তি গুলিকে কার্যে প্রণয়নকারী মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

সর্বশক্তিমান বাবার দ্বারা যে সর্বশক্তিগুলি প্রাপ্ত হয়েছে তা যেমন পরিস্থিতি, যেমন সময়, যে বিধি অনুযায়ী তুমি কার্যে ব্যবহার করতে চাও তেমনই রূপে এই শক্তিগুলি তোমার সহযোগী হতে পারে। এই শক্তিগুলিকে বা প্রভু বরদানকে যে রূপে চাও সেই রূপেই ধারণ করতে পারো। এখনই শীতলতার রূপে, এখন-এখনই প্রজ্জলনের রূপে। কেবল সময় অনুসারে কার্যে ব্যবহার করার অথরিটি হয়ে যাও। এই সর্বশক্তিগুলি হলো তোমার অর্থাৎ মাস্টার সর্বশক্তিমানের সেবাধারী।

*স্লোগানঃ-* স্ব পুরুষার্থ বা বিশ্ব কল্যাণের কার্যে যেখানে সাহসিকতা রয়েছে, সেখানে সফলতা হয়েই পড়ে আছে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium

Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;